Exam -- 01

১। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শাখা 'শতমের ' শাখা কয়টি ?

(ক) ৫টি
(খ) ৪টি *
(গ) ৩টি
(ঘ) ২টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাবংশের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ অন্যতম । এ ভাষাবংশের মানুষের আদিস্থান ইউরাল পর্বতের পাদদেশে মনে করা হয় ।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। যথা: কেন্তুম ও শতম
- কেন্তুম ভাষিরা পশ্চিমমুখী আর 'শতম' ভাষিরা পূর্বমুখী।
- শতমের চারটি শাখা- আলবানিক, আর্মানিক,বাল্টো-স্লাভোনিক ও ইন্দো-ইরানিক বা আর্য ।
- ইন্দো-ইরানিক বা আর্যভাষা থেকে ইরানীয়, দারদীয় ও ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম ।

২। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ?

(ক) ২০০০
(খ) ১০০০
(গ) ৩০০০
(ঘ) ১৫০০ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ।
- আর্যদের মূল ভাষা ছিল আর্যভাষা।
- বৈদিক ভাষা আর্যভাষার প্রাচীনতম রূপ ।
- বাংলা ভাষার মূল উৎস আর্যভাষা বা বৈদিক ভাষা ।

৩। 'বঙ্গ-কামরূপী' বাংলা ভাষা পরিবর্তনের একটি ধাপ ,এর পূর্ববর্তী ধাপ কোনটি?

(ক) মাগধী প্রাকৃত
(খ) গৌড়ী অপভ্রংশ *
(গ) মাগধী অপভ্রংশ
(ঘ) গৌড়ী প্রাকৃত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বঙ্গ-কামরূপী' এর পূর্ববর্তী ধাপ হলো-গৌড়ী অপভ্রংশ।
- মধ্যভারতীয় আর্য (আদিম প্রাকৃত ৮০০ খ্রিষ্টপূর্ব) ভাষার একটি শাখা প্রাচীন প্রাচ্য (৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব) ।
- প্রাচীন প্রাচ্য শাখার অন্যতম শাখা হলো মাগধী প্রাকৃত , গৌড়ী প্রাকৃত ।

Biddabari your success benchmark

- গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী ধাপ গৌড়ী অপভ্রংশ এবং মাগধী প্রাকৃতের পরবর্তী ধাপ মাগধী অপভ্রংশ ।

৪। কোন ভাষাবিজ্ঞানীর মতে , ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা শ্রেষ্ঠ ?

(ক) ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(গ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *
(ঘ) ড. সুকুমার সেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ভাষাকে বাংলা ভাষিরা শ্রেষ্ঠ বলে গৃহী হয়েছে ।
- এই মৌখিক ভাষাকে এখন 'চলিত ভাষা' বলে ।
- 'চলিত ভাষার ' অন্য নাম 'প্রমিত ভাষা' বা 'মান ভাষা' ।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে একাধারে শিক্ষাবিদ , গবেষক , ভাষাবিজ্ঞানী , বহুভাষাবিদ ছিলেন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় ।
- ড. সুকুমার সেন ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ ।

৫। নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক কোনটি ?

(ক) ধ্বনি
(খ) ভাষা
(গ) অক্ষর
(ঘ) শব্দ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক শব্দ ।
- দেশ,কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে ।
- বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে।
- বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে ।
- নিঃশ্বাসের একক প্রয়াসে উচ্চারিত আওয়াজকে অক্ষর বলে ।যেমন-বন+ধন = বন্ধন ।

৬। 'গাইবান্ধা 'জেলায় বাংলা ভাষার কোন উপভাষা চালু আছে?

(ক) বাঙালি
(খ) বরেন্দ্রী
(গ) কামরূপী *
(ঘ) রাঢ়ি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গাইবান্ধা জেলায় বাংলা ভাষার কামরূপী উপভাষা চালু আছে ।
- জলপাইগুড়ি , বৃহত্তর রংপুর , দিনাজপুর, কোচবিহার , ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে কামরূপী উপভাষা।
- ঢাকা , ময়মনসিংহ , ফরিদপুর , বরিশাল,খুলনা , নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালি উপভাষা চালু আছে ।
- রাজশাহী , মালদহ , পাবনা, বগুড়া , দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বরেন্দ্রী উপভাষা চালু আছে ।
- কলকাতা , উত্তর চব্বিশ পরগনা , নদীয়া , হুগলি , হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে রাঢ়ি উপভাষা চালু আছে ।

৭। 'অপভ্রংশ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় কোন গ্রন্থে ?

(ক) অষ্টাধ্যায়ী
(খ) রামায়ণ
(গ) মহাভাষ্য *
(ঘ) ব্যাকরণ কৌমুদী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অপভ্রংশ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য ' গ্রন্থে ।
- অপভ্রংশ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা পালি-প্রাকৃতের শেষ স্তর ।
- 'অপভ্রংশ ' বা 'অপভ্রষ্ঠ' থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে অপভ্রংশ ।
- পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ব্যাকরণবিদ পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থটি রচনা করেন ।
- সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ' এর রচয়িতা বাল্মীকি ।
- 'রামায়ণ' এর প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা ।

৮। কত বছর আগে ব্রাহ্মীলিপির জন্ম হয় ?

(ক) ৩৫০০ বছর *
(খ) ৪০০০ বছর
(গ) ৩০০০ বছর
(ঘ) ৪৫০০ বছর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৩৫০০ বছর আগে ব্রাহ্মীলিপির জন্ম হয়।
- প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে ।
- ব্রাহ্মীলিপি বাম দিক থেকে এবং খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক থেকে লেখা হয়।
- ব্রাহ্মীলিপি থেকে বাংলা লিপির জন্ম হয়েছে বলে অধিকাংশ পন্ডিত মনে করেন।
- সম্রাট অশোকের শাসনামলে (খ্রি.পূ.২৫০) এই লিপির সন্ধান পাওয়া যায় ।

৯। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব কাল–

(ক) ষষ্ঠ শতাব্দী

vidyabari
your success benchmark

(খ) সপ্তম শতাব্দী *
(গ) অষ্টম শতাব্দী
(ঘ) দশম শতাব্দী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫০ খ্রিস্টাব্দে)।
- বাংলা ভাষার মূল উৎস হলো প্রাকৃত ভাষা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে প্রাকৃত ভাষার শাখা গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।

গৌড়ীয় প্রাকৃত
↓
গৌড়ীয় অপভ্রংশ
↓
বঙ্গ-কামরূপী
↓
বাংলা

- অপরদিকে, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে দশম শতাব্দীতে। তাঁর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় মাগধী প্রাকৃত থেকে।

১০। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় বলা হয় কোনটিকে?

(ক) অহমিয়া *
(খ) সংস্কৃত
(গ) প্রাকৃত
(ঘ) অপভ্রংশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলো কয়েকটি ভাষা পরিবারে বিভক্ত। এর মধ্যে বাংলার উৎপত্তি হয়েছে ইন্দ-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার থেকে।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের আদি ভাষা বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার পরিণত হয়েছে। এই বিবর্তনের যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্তর বাংলা ভাষাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, সেগুলো হলো:
  ইন্দো-ইউরোপীয় → ইন্দো-ইরানীয় → ভারতীয় আর্য → প্রাকৃত → বাংলা।
- বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় বলা হয় অহমিয়া ও ওড়িয়া ভাষাকে।
- এছাড়া ধ্রুপদি ভাষা সংস্কৃত ও পালির সাথে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

১১। ভাষার মৌলিক অংশ নয় কোনটি?

(ক) অর্থ
(খ) ছন্দ *
(গ) শব্দ
(ঘ) ধ্বনি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা:
  ১. ধ্বনি (Sound)
  ২. শব্দ (Word)

৩. বাক্য (Sentence)
৪. অর্থ (Meaning)

- ছন্দ বাংলা ব্যাকরণের অপ্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও এটি ভাষার মৌলিক অংশ নয়।
- দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে।
- ভাষার মুল উপাদান হলো ধ্বনি এবং মূল উপকরণ হলো বাক্য।

১২। নিচের কোনটি চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য নয়?

(ক) তদ্ভব শব্দবহুল
(খ) নাটকের সংলাপের উপযোগী
(গ) পরিবর্তনশীল
(ঘ) পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চলিত রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:
  ১. চলিত রীতি পরিবর্তনশীল
  ২. এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল
  ৩. এ রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য
  ৪. এটি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য উপযোগী ইত্যাদি।
- অপরদিকে, সাধু রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট।
- সাধু রীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
  ১. এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।
  ২. এটি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য অনুপযোগী ইত্যাদি।

১৩। বাংলা ভাষার 'সরল ব্যাকরণ ' এর রচয়িতা কে ?

(ক) চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায়
(খ) নকুলের বিদ্যাভূষণ
(গ) কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় *
(ঘ) ব্রজকিশোর গুপ্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা ভাষার 'সরল ব্যাকরণ ' এর রচয়িতা কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় এর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ '(১৮৮১) ।
- নকুলের বিদ্যাভূষণের রচিত ব্যাকরণের নাম 'ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'(১৮৯৮)
- ব্রজকিশোর গুপ্ত এর ব্যাকরণের নাম ' বঙ্গভাষা ব্যাকরণ' (১৮৪০) ।

১৪। `Semantics'এর বাংলা পরিভাষা কী ?

(ক) শব্দতত্ত্ব
(খ) রূপতত্ত্ব
(গ) অর্থতত্ত্ব *
(ঘ) বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Semantics এর বাংলা পরিভাষা হলো অর্থতত্ত্ব ।
- অর্থতত্ত্বে আলোচিত হয়- শব্দ ও বাক্যের অর্থ , অর্থের প্রকারভেদ , বিপরীত শব্দ , প্রতিশব্দ , শব্দজোড় , বাগধারা ইত্যাদি ।

- রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্বের ইংরেজি পরিভাষা হলো Morphology .
- বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম এর ইংরেজি হলো Syntax .

১৫। ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি ?

(ক) বাক্যতত্ত্ব
(খ) ধ্বনিতত্ত্ব
(গ) রূপতত্ত্ব
(ঘ) অর্থতত্ত্ব *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় অর্থতত্ত্ব ।
- সকল ব্যাকরণের প্রধান চারটি আলোচ্য বিষয় হলো ধ্বনিতত্ত্ব , রূপতত্ত্ব , অর্থতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব ।
- ধ্বনিতত্ত্ব :ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ /স্থান , ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ , সন্ধি , ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ইত্যাদি আলোচ্য বিষয় ।
- রূপতত্ত্ব : শব্দ , দ্বিরুক্ত শব্দ , পারিভাষিক শব্দ , লিঙ্গ , বচন, সমাস, প্রত্যয় , উপসর্গ , ধাতু , পদ, অনুজ্ঞা , ক্রিয়ার কাল , পুরুষ ইত্যাদি আলোচ্য বিষয় ।
- অর্থতত্ত্ব : শব্দ ও বাক্যের অর্থ , অর্থের প্রকারভেদ , বিপরীত শব্দ , সমার্থক শব্দ , প্রতিশব্দ , শব্দজোড় , বাগধারা ইত্যাদি আলোচ্য বিষয় ।
- বাক্যতত্ত্ব : বাক্য ও বাক্যবিন্যাস , বাক্য রূপান্তর , উক্তি , বাচ্য , বিরামচিহ্ন , কারক, বাক্যের যোগ্যতা , বাক্যের উপাদান লোপ ইত্যাদি আলোচ্য বিষয় ।

১৬। 'ব্যাকরণ 'শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?

(ক) ব্য+আ+কৃ+√অন
(খ) ব্যা+ক+রণ
(গ) বি +আ+√কৃ +অন *
(ঘ) বৃ+কৃ+অন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো বি +আ+√কৃ +অন =ব্যাকরণ
- এর অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ।
- যে বিদ্যাশাখায় ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয় তাকে ব্যাকরণ বলে ।
- বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ।
- বাংলা প্রথম ব্যাকরণের নাম ' ভোকাবুলারিও ইম ইডিমা বেঙ্গালা ই পর্তুগিজ ' ।
- মানোএলের ব্যাকরণটি ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে প্রকাশিত হয় ।

১৭। ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?

(ক) ৩টি
(খ) ৬টি
(গ) ৪টি *
(ঘ) ৫টি

Biddabari
your success benchmark

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা: ১.ধ্বনি ২.শব্দ ৩.বাক্য ৪.অর্থ।

১৮। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ব্যাকরণের নাম কী ?

(ক) এ গ্রামার অব দি বাঙ্গাল ল্যাঙ্গুয়েজ
(খ) এ গ্রামার অব দি বেঙ্গালী ল্যাঙ্গুয়েজ
(গ) এ গ্রামার অব দি বেঙ্গাল ল্যাঙ্গুয়েজ *
(ঘ) বেঙ্গলী গ্রামার ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ব্যাকরণের নাম 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গাল ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮)।
- 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গালী ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থটির লেখক উইলিয়াম কেরী।
- 'বেঙ্গলী গ্রামার ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ'ব্যাকরণটির রচয়িতা রাজা রামমোহন রায়।

১৯। 'অদ্য 'শব্দটি কোন ভাষারীতির উদাহরণ?

(ক) সাধু *
(খ) প্রাকৃত
(গ) তামিল
(ঘ) চলিত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অদ্য ' শব্দটির সাধু ভাষারীতির উদাহরণ।
- 'অদ্য' অব্যয়পদের চলিত রূপ আজ। কিছু উদাহরণ -

সাধু রূপ	চলিত রূপ
অদ্যাপি	আজও
কদাচ	কখনো
তথাপি	তবুও

- আর্যভাষার একটি রূপ প্রাকৃত ভাষা।
- বাংলা ভাষার অপেক্ষাকৃত সহজ অর্থ্যাৎ বর্তমান রূপকে চলিত রূপ বলে।

২০। বাঙালিদের প্রথম ভাষা কোনটি ?

(ক) সাধু
(খ) চলিত
(গ) আঞ্চলিক *
(ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাঙালিদের প্রথম ভাষা আঞ্চলিক ভাষা।
- একটি শিশু জন্মের পরে প্রথম যে ভাষা অর্জন করে , সেটাই তাঁর মাতৃভাষা।
- আদর্শ কথ্য আ লেখ্য প্রমিত আমাদের কাছে দ্বিতীয় ভাষা।

bidabari
your success benchmark

- ১৮ শতকে রাজা রামমোহন রায় , ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার , রামরাম বসু প্রমুখ সাধুভাষা প্রচলনে মুখ্য ভূমিকা রাখেন।
- চলিত ভাষা প্রচলনে জনপ্রিয়তা অর্জন করে বিশ শতকে ।
- প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্র' পত্রিকা চলিত ভাষা প্রসারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে ।
- অঞ্চলভেদে ভাষার যে পার্থক্য ঘটে তাকে আঞ্চলিক ভাষা বলে ।

২১। I think you are a <u>Rabindranath</u>.The word ``Rabindranath'' is used as-

(ক) proper noun
(খ) common noun *
(গ) abstract noun
(ঘ) material noun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোনো ব্যক্তির সাদৃশ্য /তুলনা বোঝালে Proper noun টি Common noun হয় এবং common noun টির পূর্বে article বসে ।
- প্রদত্ত প্রশ্নে তোমাকে (You) রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনা করা বোঝাচ্ছে । সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সাধারণত proper noun হিসেবে ব্যবহার হলেও এখানে common noun হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ।
- অপরদিকে কোন ব্যক্তি/বস্তুর নাম নির্দিষ্ট করে বোঝালে তাকে proper noun বলে । যেমন - Dhaka, Padma, Rakib ইত্যাদি ।
- কোন ব্যক্তি /বস্তুর দোষ ,গুণ , অবস্থা বোঝাবে যেগুলো স্পর্শ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় তাকে Abstract noun বলে । যেমন- honesty , oldness, youth , wisdom ইত্যাদি ।
- যে সকল বস্তু কোন পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় তাদেরকে Material noun বলে । যেমন : Oil , water , wood ইত্যাদি ।

২২। The <u>rice</u> of Nagana is fine .The word ``rice'' is ?

(ক) proper noun
(খ) common noun *
(গ) collective noun
(ঘ) abstract noun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধারণত Material noun এর পূর্বে the বসালে material noun টি common noun হয়ে যায় ।
- উল্লেখিত প্রশ্নে rice (material noun) পূর্বে the বসার কারণে rice এখানে common noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।
- অপরদিকে কখনো কখনো collective nounও common noun হয়ে যায় । যেমন-The <u>armies</u> of Bangladesh are brave .

Bidyabari your success benchmark

- সাদৃশ্য /তুলনা বুঝালে proper nounও common noun হয়ে যায় । যেমন -Nazrul is the Byron of Bangladesh .

২৩। It is not easy to find a --- in London.

(ক) work
(খ) job *
(গ) profession
(ঘ) career

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- A/An সাধারণত singular countable noun এর পূর্বে বসে ।
- অন্যদিকে , uncountable noun এর পূর্বে a/an বসে না ।তাই work উক্ত স্থানে বসবে না ।
- Job countable noun এবং প্রদত্ত শূন্যস্থানে a এরপর job বসবে ।
- Profession , career শূন্যস্থানে বসালে বাক্যটির সঠিক অর্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না ।
- তাই অপশন (খ) সঠিক উত্তর ।

২৪। I have ---- friends in the village .

(ক) a little
(খ) a few *
(গ) much
(ঘ) small

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Countable noun এর পূর্বে few/ a few বসে আর uncountable noun এর পূর্বে little /a little, much বসে ।

Countable Noun	Uncountable Noun
Few (নেই) A few (অল্প কিছু) The few (অল্প কিন্তু সবটুকু)	Little (নেই) A little (অল্প পরিমাণ) The little (অল্প পরিমাণ কিন্তু সবটুকু)

- প্রদত্ত প্রশ্নে সামান্য কয়জন বোঝাতে countable noun friend এর পূর্বে a few বসবে ।
- অপরদিকে , a little, much , small শব্দগুলি uncountable noun এর পূর্বে বসে ।
- সুতরাং অপশন (খ) সঠিক ।

২৫। It is my new reading table . The underline word is-

(ক) complement
(খ) compound noun *
(গ) complex noun
(ঘ) pronoun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যখন একাধিক word যুক্ত হয়ে noun এর কাজ করে তখন একে compound noun বলে ।
- প্রদত্ত প্রশ্নে reading table শব্দ দুইটি noun এর কাজ করছে, তাই শব্দ দুটি compound noun .
- অন্যদিকে এক বা একাধিক শব্দ যদি বাক্যের অর্থের পূর্ণতা দেয় তাকে complement বলা হয় । যেমন : He is honest .
- Complex noun বলে কোন grammar item নেই ।
- Noun এর পরিবর্তে যেসকল শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে Pronoun বলে । যেমন : I, we , he ইত্যাদি ।

২৬। Choose the correct sentence .

(ক) Less people get American visas now a days.
(খ) Less people get American visas now a day.
(গ) Fewer people get American visas now a days. *
(ঘ) Few people get American visas now a day.

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধারণত Countable noun এর পূর্বে few/fewer বসে । less uncountable noun এর পূর্বে বসে ।
- প্রদত্ত প্রশ্নে Countable noun people এর পূর্বে less বসবে না ।
- আর Few অর্থ নেই বললে চলে এমন সংখ্যক কিছু ।
- সুতরাং Fewer বসবে কারন বর্তমান কাল থেকে অতীত কালের তুলনা বোঝাচ্ছে । তুলনা করার ক্ষেত্রে comparative form (Fewer) বসে ।
- সঠিক উত্তর অপশন (গ) ।

২৭। We have to stop the car and buy some petrol because there --- in the work .

(ক) aren't many
(খ) isn't much *
(গ) aren't little
(ঘ) little

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পেট্রোল যেহেতু uncountable noun তাই এর সাথে singular verb বসবে এবং uncountable determiner বসবে ।
- তাই অপশন (ক) ভুল ।
- Little যেহেতু নিজেই negative তাই এর পূর্বে aren't ভুল ।
- অপশন (ঘ) তে verb নেই তাই এটিও ভুল ।
- সুতরাং অপশন (খ) সঠিক উত্তর । যেহেতু এখানে singular verb (isn't) এবং uncountable determiner (much) রয়েছে ।

vidyabari your success benchmark

২৮। Which of the following nouns is not a proper noun ?

(ক) Khulna

(খ) Friday

(গ) Rahim

(ঘ) Team *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব noun নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি , বস্তু , স্থান বা অন্য কিছুর নামকে বোঝায় তাদেরকে proper noun বলে ।
- যেমন : Rahim , Dhaka , Titanic ইত্যাদি ।
- প্রদত্ত প্রশ্নে Khulna , Friday, Rahim (নাম) - proper noun .
- শুধুমাত্র Team proper noun না কারণ এটি collective noun .
- Team (দল) দ্বারা এখানে সমষ্টি বোঝাচ্ছে ।
- সুতরাং অপশন (ঘ) সঠিক উত্তর ।

২৯। <u>Childhood</u> is the best time of a man's life. Here childhood is -

(ক) common noun

(খ) abstract noun *

(গ) material noun

(ঘ) collective noun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসকল noun দেখা /স্পর্শ করা যায় না শুধুমাত্র কল্পনা করা যায় তাকে Abstract noun বলে ।
- যেমন - Childhood , motherhood , infancy ইত্যাদি ।
- এছাড়া যেসকল noun এর শেষে ness , hood , ship , age , ty ইত্যাদি থাকে সেগুলো Abstract noun হয়ে থাকে ।
- উল্লেখিত প্রশ্নে child এর সাথে hood suffix যুক্ত থাকায় শব্দটি Abstract noun এবং এর অর্থ শৈশব যেটিকে স্পর্শ করা যায় না ।
- অন্যদিকে , common noun এর ক্ষেত্রে একই জাতীয় কোনো ব্যক্তি / বস্তু বোঝাবে । যেমন - Man, player ইত্যাদি ।
- যেসকল বস্তু হাত দ্বারা স্পর্শ করা যায় তাকে material noun বলে । যেমন- sand, wood, book ইত্যাদি ।
- Collective noun দ্বারা কোনো ব্যক্তি / বস্তুর সমষ্টি বুঝাবে । যেমন - Team , Army , class ইত্যাদি ।

৩০। Select the correct noun of the verb ``believe''?

(ক) believable

(খ) believe

(গ) belief *

(ঘ) believingly

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Believe অর্থ বিশ্বাস করা ।
- Believe শব্দটি verb এর Noun form হলো belief (বিশ্বাস) ।
- Belief means something that you believe is true /real .
- অপরদিকে , Believable (বিশ্বাসযোগ্য) শব্দটি Adjective.
- Believingly শব্দটি adverb .
- সুতরাং belief শব্দটি Believe এর Noun form .

৩১। Which one is correct ?

(ক) I, you and he are blind

(খ) You, he and I are blind *

(গ) You, he and I am blind

(ঘ) He, you and I are blind

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো বাক্যে যদি একাধিক pronoun আসে সেক্ষেত্রে প্রথমে 2nd person তারপর 3rd person এবং শেষে 1st person বসে । verb সর্বদা plural হয়ে থাকে ।
- সংক্ষেপে এদেরকে 231 মনে রাখা হয় ।
- উপরের শর্তানুসারে You , he and I are blind সঠিক উত্তর ।
- তবে দোষ স্বীকার করার ক্ষেত্রে প্রথমে 1st person তারপর 2nd person এবং শেষে 3rd person বসে । যেমন - I , you and he are guilty.
- এদেরকে সংক্ষেপে (123) দিয়ে মনে রাখা যায় ।
- এক্ষেত্রে verb plural হয়ে থাকে ।

৩২। Choose the correct sentence .

(ক) He not I are to blame

(খ) He, not I is to blame *

(গ) He, not me, is to blame

(ঘ) He, not I ,am to blame

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধারণত not এর পূর্বে যে subject থাকে সেই subject অনুসারে verb বসে থাকে ।
- সুতরাং not এর পূর্বে he আছে । তাই verb is হবে ।
- অপশন (ক) এর are স্থলে is হবে ।
- অপশন (গ) verb এর পূর্বে me এর subjective form I হতো ।
- অপশন (ঘ) তে am এর স্থলে is হবে ।
- সুতরাং প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে অপশন (খ) সঠিক ।

৩৩। Rahim is as tall as -----

(ক) me

(খ) my
(গ) I *
(ঘ) us

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তুলনা করার ক্ষেত্রে Than , as well as এগুলোর পর pronoun আসলে pronoun এর subjective form বসে ।
- উল্লেখিত প্রশ্নে as tall as দ্বারা তুলনা বোঝাচ্ছে সুতরাং as এর পর subjective form '' I ''বসবে ।
- অন্যান্য অপশনে subjective pronoun না থাকায় সেগুলো ভুল ।
- সুতরাং অপশন (গ) সঠিক উত্তর ।

৩৪। These mangoes are for you and -------.

(ক) I
(খ) me *
(গ) my
(ঘ) your

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Preposition এরপর সর্বদা pronoun এর objective form বসে ।
- তাই উল্লেখিত প্রশ্নে for এরপর objective pronoun me বসবে ।
- সুতরাং অপশন (খ) সঠিক উত্তর ।

৩৫। It is he who ---- my elder brother .

(ক) am
(খ) are
(গ) is *
(ঘ) was

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Relative pronoun এর পূর্বের subject অনুসারে পরবর্তী verb বসে।
- প্রদত্ত প্রশ্নে who relative pronoun এর পূর্বের subject he এবং he এর সাথে auxiliary verb is ব্যবহৃত হয় ।
- বাক্যটি Present Tense এ থাকায় was ব্যবহৃত হবে না ।
- সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন (গ) ।

৩৬। The child is crying for ----- mother .

(ক) his
(খ) her
(গ) its *
(ঘ) none

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জড় পদার্থ বা ইতর প্রাণী , শিশুর ক্ষেত্রে object হিসেবে it ব্যবহৃত হয় ।
- উল্লেখিত প্রশ্নে তাই child এর পর Possessive হিসেবে its বসবে ।
- সুতরাং অপশন (গ) সঠিক উত্তর ।
- অপরদিকে পুরুষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে his এবং নারীর ক্ষেত্রে her objective pronoun বসে ।

৩৭। One should respect ----- parents .

(ক) his
(খ) one's *
(গ) her
(ঘ)their

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো বাক্যে One indefinite pronoun টি যদি subject হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে বাক্যে One এর possessive হিসেবে one's ব্যবহৃত হয় ।
- সুতরাং প্রদত্ত শূন্যস্থানে one's বসবে ।
- অপরদিকে subject he এর object form his বসে ।
- সুতরাং অপশন (খ) সঠিক উত্তর ।

৩৮। Myself, himself, ourselves are -------.

(ক) Demonstrative Pronoun
(খ) Relative Pronoun
(গ)Reflexive Pronoun *
(ঘ) Indefinite Pronoun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Myself, himself, ourselves হলো Reflexive Pronoun.
- অন্যদিকে , Who , which ,what হলো Relative pronoun এবং Interrogative pronoun .
- This , that , these , those হলো Demonstrative Pronoun.
- One , any , someone হলো Indefinite Pronoun.

৩৯। My brother and ------ study in the same college .

(ক) me
(খ) my
(গ) I *
(ঘ) us

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যে and এর পূর্বে subjective form হওয়ায় and এর পরেও subjective form বসবে ।
- সুতরাং অপশনের একমাত্র I subjective form এ রয়েছে যা প্রদত্ত শূন্যস্থানে বসবে ।
- সুতরাং অপশন (গ) সঠিক উত্তর ।

৪০। Mutton is a/an ---

(ক) common noun

(খ) abstract noun

(গ) material noun *

(ঘ) proper noun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আকার , আয়তন , ওজন বিশিষ্ট পদার্থকে material noun বলে ।
- এখানে mutton হলো খাসি/ভেড়ার মাংস ।
- এজন্য mutton অবশ্যই material noun.
- কারণ mutton কে আমরা স্পর্শ করতে পারি এবং এর আকার , আয়তন ও ওজন রয়েছে।
- তবে mutton curry হলো common noun.
- সুতরাং অপশন (গ) সঠিক উত্তর ।

৪১। প্রাচীনকালে কোন জনপদ দন্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল?

(ক) তাম্রলিপ্ত*

(খ) হরিকেল

(গ) সমতট

(ঘ) চন্দ্রদ্বীপ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রাচীন বাংলার **তাম্রলিপ্ত** জনপদ দন্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল।
- বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক ছিল তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র।
- তাম্রলিপ্ত জনপদের অবস্থান ছিল হরিকেলের দক্ষিণে।
- সপ্তম শতক থেকে এটি দন্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে।
- অন্যদিকে, হরিকেলের অবস্থান ছিল বর্তমান সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত।
- সমতটের অবস্থান ছিল বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে।
- চন্দ্রদ্বীপ নামক ক্ষুদ্র জনপদের অবস্থান ছিল বর্তমান বরিশালে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৪২। আর্য জাতি কত খ্রিস্টপূর্বাব্দে বাংলায় প্রবেশ করে?

(ক) ১০৫০ খ্রিস্টপূর্ব

(খ) ৯৫০ খ্রিস্টপূর্ব

Biddabari your success benchmark

(গ) ১৪০০ খ্রিস্টপূর্ব*

(ঘ) ১২০০ খ্রিস্টপূর্ব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আর্যজাতি **খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে** বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করে।
- তখন বাংলা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বা উপরাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল।
- তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।
- তাদের আদি অবস্থান ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে।
- তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল বেদ।
- আর্য সংস্কৃতি সমধিক বিকাশ লাভ করে পাল শাসন আমলে।

উৎস: বাংলা পিডিয়া।

৪৩। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো-

(ক) দ্রাবিড়

(খ) নেগ্রিটো*

(গ) অস্ট্রিক

(ঘ) ভোটচীনীয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত চার ভাগে বিভক্ত ছিল।
- যথাঃ নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গলীয় বা ভোটচীনীয়।
- এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ছিল **নেগ্রিটো।**
- এরা ভীল, মুণ্ডা, সাওতাল উপজাতির পূর্বপুরুষ।
- নেগ্রিটোদের উতখাত করে বাংলা দখল করেন অস্ট্রিকরা।
- বাঙ্গালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছিল অস্ট্রিক জাতি থেকে।
- এদের পরে বাংলায় আগমন ঘটে দ্রাবিড় জাতির।
- ভোটচীনীয় জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল চাকমা, গারো, কোচ, ত্রিপুরা প্রভৃতি আদিবাসী।

উৎস: বাংলা পিডিয়া।

৪৪। প্রাচীন কালে 'বিক্রমপুর' অঞ্চলটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

(ক) হরিকেল

(খ) সমতট

(গ) বঙ্গ*

(ঘ) চন্দ্রদ্বীপ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

vidyabari your success benchmark

- প্রাচীন কালে **'বিক্রমপুর'** অঞ্চলটি বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই জনপদটি গড়ে উঠেছিল।
- ধারণা করা হয়, এখানে 'বঙ্গ' নামে একটি জাতি বাস করতো তাই জনপদটি বঙ্গ নামে পরিচিত হয়।
- বঙ্গ জনপদটি দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল- একটি 'বিক্রমপুর' অন্যটি 'নাব্য'।
- নাব্যের অবস্থান ছিল ফরিদপুর, বরিশাল এবং পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি অঞ্চলে।
- এর রাজধানী ছিল বরিশাল যা রাজা ত্রৈলোকচন্দ্রের নাম অনুসারে চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল।
- বিক্রমপুরের অন্তর্ভূক্ত এলাকা ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং নারায়ণগঞ্জ।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৪৫। মৌর্য সাম্রাজ্যের তৃতীয় শাসক কে ছিলেন?

(ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
(খ) বিন্দুসার্
(গ) সমুদ্রগুপ্ত
(ঘ) অশোক*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সম্রাট অশোক ছিলেন মৌর্য বংশের তৃতীয় শাসক ।
- বাংলার মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তার শাসনামলে।
- তিনি বাংলাকে মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন।
- তার আমলে মৌর্য সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।
- এসময় বাংলার রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।
- অপরদিকে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন ভারতীয় মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
- তার রাজধানী ছিল পাটালিপুত্র।
- বিন্দুসার ছিলেন মৌর্য বংশের দ্বিতীয় রাজা।
- সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।
- তিনি ভারতের নেপোলীয়ন নামে পরিচিত ছিলেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৪৬। নিচের কোনটি সঠিক নয়?

(ক) শশাংকের মৃত্যুর পর মাৎসন্যায়ের সূচনা ঘটে
(খ) পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে মাৎসন্যায়ের অবসান হয়
(গ) ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝিতে মাৎসন্যায়ের সূচনা ঘটে*

(ঘ) অষ্টম শতকের মাঝামাঝিতে মাৎসন্যায়ের অবসান ঘটে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- **'ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝিতে মাৎসন্যায়ের সূচনা ঘটে'** এই বাক্যটি সঠিক নয়।
- কারণ মাৎসন্যায়ের সূচনা ঘটে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এবং শেষ হয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে।
- শশাংক মৃত্যুর পর বাংলায় এ অরাজকতার সৃষ্টি হয় যাকে ধর্ম পালের তাম্রশাসনে 'মাৎসন্যায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- এর সময়কাল ছিল ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা।

৪৭। সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলা দীর্ঘকালব্যাপী একক রাজার অধীনে ছিল কোন শাসনামলে?

(ক) পাল

(খ) সেন*

(গ) মৌর্য

(ঘ) গুপ্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলা দীর্ঘকালব্যাপী একক রাজার অধীনে ছিল **সেন শাসনামলে।**
- পাল বংশের পতনের পর দীর্ঘস্থায়ী সেন বংশের সূচনা ঘটে।
- সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন এবং শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন।
- সেন রাজবংশের শাসনামল ছিল ১০৬১ থেকে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- তাদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণাত্যের কর্ণাটে।
- সেন বংশের শেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন।
- তার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৪৮। 'বিক্রমশীল' কার উপাধি ছিল?

(ক) ধর্মপাল*

(খ) দেবপাল

(গ) মহীপাল

(ঘ) রামপাল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধর্মপালের দ্বিতীয় উপাধি ছিল **বিক্রমশীল**।
- তার এই নাম অনুসারে তিনি ভাগল্পুরে 'বিক্রমশীল বিহার' নামক একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন ।

- নবম শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত এটি সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।
- তার অন্যান্য উপাধি গুলো হলোঃ পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজধিরাজ প্রভৃতি।
- তিনি ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।
- তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৪৯। ডোম্বন পাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় কার শাসনামলে?

(ক) বল্লাল সেন
(খ) বিজয় সেন
(গ) লক্ষণ সেন*
(ঘ) হেমন্ত সেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ডোম্বন পাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় লক্ষণ সেনের শাসনামলে।
- ১১৯৬ সালে বর্তমান সুন্দরবন এলাকায় এই বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- লক্ষণ সেন ছিলেন সেন বংশের সর্বশেষ স্বাধীন রাজা।
- তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারি ছিলেন। তার উপাধি ছিল 'পরম বৈষ্ণব'।
- তুর্কি বীর বখতিয়ার খলজির নিকট পরাজিত হয়ে পূর্ব বঙ্গর রাজধানী বিক্রমপুরে পালিয়ে যান।
- তার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল বাংলা শাসন করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫০। কম্বোজদের বিতাড়িত করে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন কে?

(ক) বিগ্রহপাল
(খ) মদনপাল
(গ) মহীপাল*
(ঘ) রামপাল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কম্বোজদের বিতাড়িত করে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র মহীপাল।
- কম্বোজ রাজ বংশের উত্থান ঘটে দুর্বল রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের সময়।
- মহীপাল কম্বোজদের বিতাড়িত করার পাশাপাশি ভারতের প্রবল কয়েকটি রাজ শক্তির বিরুদ্ধে নিজ আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হন।
- তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাই নালন্দায় বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন।
- বিভিন্ন জনহিতকার কাজের জন্য তিনি সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

Bidyabari
your success benchmark

- তার নির্মাণ শৈলীর মধ্যে বিখ্যাত হলো দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি এবং মুর্শিদাবাদের সাগর দীঘি।
- তার শাসনামল ছিল পঞ্চাশ বছর।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫১। নিচের কোনটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়?

ক) মহাস্থানগড়
(খ) পাহাড়পুর
(গ) সুন্দরবন*
(ঘ) নরসিংদী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সুন্দরবন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।
- মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, নরসিংদী হলো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।
- মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
- এখানে মৌর্য এবং গুপ্ত যুগের পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে।
- পাহাড়পুর নওগাঁ জেলার বাদলগাছী থানায় অবস্থিত।
- ধর্মপাল নির্মিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার 'সোমপুর বিহার' এখানে অবস্থিত।
- প্লাইস্টোসিন যুগে নির্মিত উয়ারী বটশ্বরের অবস্থান ছিল বর্তমান নরসিংদী জেলায়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫২। কালিদাস কার সভাকবি ছিলেন?

(ক) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
(খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
(গ) সমুদ্রগুপ্ত
(ঘ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- **কালিদাস** দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন।
- তার বিখ্যাত কাব্য হলো 'মেঘদূত'।
- অপরদিকে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা।
- সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন মৌর্য বংশের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রাজা।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫৩। কার শাসনামলে পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

(ক) দ্বিতীয় শাহ আলম*
(খ) আকবর

iddabari
your success benchmark

(গ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
(ঘ) আওরঙ্গজেব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৬১ সালে মুঘল স্‌ম্রাট **দ্বিতীয় শাহ আলমের** শাসনামলে।
- এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় আফগান সম্রাট আহমেদ শাহ আবদালী এবং মারাঠাদের মধ্যে।
- এর ফলে আফগানরা মুঘলদের হটিয়ে দিল্লি দখল করে নেয়।
- অপরদিকে পানি পথের ১ম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫২৬ সালে মুঘল সম্রাট বাবর এবং ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে।
- পানিপথের ২য় যুদ্ধ হয় ১৫৫৬ সালে আফগান নেতা হিমু এবং আকবরের সেনাপতি বৈরাম খাঁ এর মধ্যে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫৪। মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপ্রধান কে ছিলেন?

(ক) টোডরমল
(খ) আবুল ফজল
(গ) বীরবল
(ঘ) মানসিংহ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট আকবর ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।
- তিনি ১৫৫৬ সালে মাত্র তের বছর বয়সে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এবং ১৬০৫ সাল পর্যন্ত শাসন করেন।
- আকবরের সেনাপ্রধান ছিলেন **মানসিংহ।**
- আকবরের মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণের নামের তালিকা নিম্নরূপঃ

নাম	**পদ**
আবুল ফজল	প্রধানমন্ত্রী
বৈরাম খাঁ	সেনাপতি
বীরবল	পররাষ্ট্রমন্ত্রী
প্রতিরক্ষামন্ত্রী	আব্দুল রহিম খান
সংস্কৃতিমন্ত্রী	তানসেন
মানসিংহ	সেনাপ্রধান

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫৫। মুর্শিদকুলি খান বাংলার ক্ষমতার আসেন কত সালে?

(ক) ১৬৯৫ সালে
(খ) ১৬৯৭ সালে

(গ) ১৭০০ সালে*

(ঘ) ১৭২৫ সালে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খান।
- তিনি ১৭০০ সালে বাংলার ক্ষমতায় আসেন।
- সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে তিনি বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন।
- তার সময়ে সুবা বাংলা স্বাধীন হয়ে পড়ে।
- এ সময় সুবা কে বলা হত 'নিজামত' আর সুবেদারকে বলা হত 'নাজিম'।
- তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে।
- তার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়।
- অপরদিকে, আলিবর্দি খান মুঘল সাম্রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া বাহুবলে বাংলার নবাব হন।
- সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।
- সুজাউদ্দিন খান নবাব মুর্শিদকুলি খানের জামাতা এবং বাংলার দ্বিতীয় নবাব ছিলেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫৬। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছিল কোন শাসকের আমলে?

(ক) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

(খ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ*

(গ) রুকনুদ্দিন বরবক শাহ

(ঘ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রেষ্ঠ শাসক।
- তাঁর শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছিল।
- তাঁর আমলে মলাধার বসু 'ভাগবত গীতা' ও 'পুরাণ' এবং পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন।
- তাঁর সময় বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।
- অপরদিকে, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক যার সাথে পারস্যের কবি হাফিজের পত্রালাপ করতেন ।
- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম শাসক।
- রুকনুদ্দিন বরবক শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শাসক যিনি চট্টগ্রামকে আরাকান থেকে পুনরুদ্ধার করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫৭। বড় সোনা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?

(ক) রুকনুদ্দিন বরবক শাহ

(খ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

(গ) নুসরত শাহ*
(ঘ) ফিরোজ শাহ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বড় সোনা মসজিদ বা বারোদুয়ারি মসজিদ নির্মাণ করেন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র **নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ ।**
- তিনি হুসেন শাহি বংশের দ্বিতীয় শাসক ছিলেন।
- তার শাসনকাল ছিল ১৫১৯-১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- নুসরত শাহের রাজত্বকালেই মুঘল সম্রাট বাবর বাংলায় আক্রমণ করেন যার ফলে হোসেনশাহী শাসনের পতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
- বড় সোনা মসজিদ ভারতের গৌড়ে অবস্থিত মুসলিম যুগের স্থাপত্য নিদর্শন।
- মধ্যযুগে নির্মিত অন্যান্য বিখ্যাত স্থাপত্য গুলোর মধ্যে অন্যতম হলোঃ

স্থাপত্য	**নির্মাতা**
ছোট সোনা মসজিদ	আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা	রুকনুদ্দিন বরবক শাহ
ফিরোজ মিনার	ফিরোজ শাহ
ষাট গম্বুজ মসজিদ	খান জাহান আলী
এক লাখি মসজিদ	জালাল উদ্দিন
ছোট কাটরা	শায়েস্তা খান
বড় কাটরা	শাহ সুজা

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫৮। বখতিয়ার খিলজি কোথায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন?

(ক) মালদহ
(খ) বিহার
(গ) লখনৌতি*
(ঘ) নদীয়া

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বখতিয়ার খিলজি লখনৌতিতে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। লখনৌতির পূর্ব নাম ছিল লক্ষণাবতী।

- ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক।
- তিনি জাতিতে ছিলেন তুর্কি এবং আফগানিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।
- তিনি ১২০৩ সালে বিহার জয় করেন।
- ১২০৪ সালে বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করে বাংলা জয় করেন।
- তিনি ১২০৬ সালে আলী মর্দান নামক আমীরের হাতে খুন হন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫৯। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' কার জীবনী গ্রন্থ?

(ক) নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ
(খ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
(গ) গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ*
(ঘ) রুকনউদ্দিন বরবক শাহ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ এর জীবনী গ্রন্থ।
- এতে তার ন্যায়বিচারের বর্ণনা রয়েছে।
- গ্রন্থটি রচনা করেন গোলাম হোসেন সলিম জায়েদপুরী।
- এটি ফারসি ভাষায় রচিত বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ।
- এতে ১২০৪-১৭৫৭ সালের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে।
- গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শক্তিশালী শাসক।
- তিনি সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহাম্মদ সগীর 'ইউসুফ জোলেখা' অনুবাদ করেন।
- তার সাথে ইরানের কবি হাফিজের পত্রালাপ হত।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

- **৬০। বাংলায় বারো ভূইয়াদের অভ্যুত্থান ঘটে কার সময়ে?**

(ক) জাহাঙ্গীর
(খ) আকবর*
(গ) আওরঙ্গজেব
(ঘ) শাহজাহান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলায় বারো ভূইয়াদের অভ্যুত্থান ঘটে মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে।
- বারো ভূইয়ারা হলেন মুঘল আমলে উত্থাপিত বাংলার স্থানীয় জমিদার।
- তাদের নিয়ন্ত্রাধীন অঞ্চল ছিল বাংলার ভাটি অঞ্চল অর্থাৎ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, সিলেটের নিম্নাঞ্চল ইত্যাদি।
- এদের নেতা ছিলেন ঈসা খান এবং পরবর্তীতে তার পুত্র মূসা খান।

Vidabari your success benchmark

- বারো ভূইয়াদের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।
- সম্রাট আকবর বারো ভূইয়াদের দমনে চেষ্টা করেন কিন্তু পুরোপুরি সফল হননি।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবেদার ইসলাম খান বারো ভূইয়াদের দমনে সফল হন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৬১। পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল হতে ১ বেশি কোনটি?

(ক) ৮৯৯৯৯
(খ) ৯০০০০*
(গ) ৯০০০১
(ঘ) ৯৯৯৯১

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা = ৯৯৯৯৯
পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ১০০০০
∴ সংখ্যাদুটির বিয়োগফল = ৯৯৯৯৯ – ১০০০০
= ৮৯৯৯৯
∴ বিয়োগফল হতে ১ বেশি সংখ্যাটি,
= ৮৯৯৯৯ + ১ = ৯০০০০

৬২। কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৫৭, ৯৩ ও ১৮৩ কে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে না?

(ক) ৩*
(খ) ৪
(গ) ৫
(ঘ) ৬

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যা হবে ৫৭, ৯৩ ও ১৮৩ এর গ.সা.গু
৫৭ = ৩ × ১৯
৯৩ = ৩ × ৩১
১৮৩ = ৩ × ৬১
∴ নির্ণেয় গ.সা.গু = ৩
∴ বৃহত্তম সংখ্যাটি ৩।

৬৩। ভাজক ১০, ভাগফল ১০ ও ভাগশেষ ১ হলে ভাজ্য কত?

(ক) ৯৯
(খ) ১০০
(গ) ১০১*
(ঘ) ১১০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Biddabari
your success benchmark

আমরা জানি,
ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ
= (১০ × ১০) + ১
= ১০০ + ১
= ১০১
∴ নির্ণেয় ভাজ্য ১০১।

৬৪। কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 12, 15, 20 এবং 27 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য?

(ক) 500
(খ) 510
(গ) 520
(ঘ) 540*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে 12, 15, 20, 27 এর ল.সা.গু

2	12, 15, 20, 27
2	6, 15, 10, 27
3	3, 15, 5, 27
5	1, 5, 5, 9
	1, 1, 1, 9

∴ নির্ণেয় ল.সা.গু = 2 × 2 × 3 × 5 × 9 = 540
∴ ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি 540.

৬৫। a ও b দুইটি বিজোড় সংখ্যা হলে নিচের কোনটি জোড় সংখ্যা?

(ক) b + 2a + 2
(খ) ab
(গ) 2a + 4b*
(ঘ) a + b + 1

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মনেকরি,
দুইটি বিজোড় সংখ্যা a = 3 এবং b = 5
ক. তে, b + 2a + 2 = 5 + (2 × 3) + 2 = 13 (বিজোড়)

Biddabari your success benchmark

খ. তে, $ab = 3 \times 5 = 15$ (বিজোড়)
গ. তে, $2a + 4b = (2 \times 3) + (4 \times 5) = 26$ (জোড়)
ঘ. তে, $a + b + 1 = 3 + 5 + 1 = 9$ (বিজোড়)
$\therefore$ নির্ণেয় জোড় সংখ্যাটি $2a + 4b$.

৬৬। দুইটি সংখ্যার গুণফল 1536। সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু 96 হলে গ.সা.গু কত?

(ক) 32
(খ) 18
(গ) 24
(ঘ) 16*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
দুইটি সংখ্যার গুণফল = 1536
দুইটি সংখ্যার ল.সা.গু = 96
আমরা জানি,
ল.সা.গু $\times$ গ.সা.গু = সংখ্যাদ্বয়ের গুণফল
$\Rightarrow 96 \times$ গ.সা.গু $= 1536$
$\Rightarrow$ গ.সা.গু $= \frac{1536}{96}$
$\therefore$ গ.সা.গু $= 16$
$\therefore$ দুটি সংখ্যার গ.সা.গু $= 16$.

৬৭। নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?

(ক) ৮৭
(খ) ৯১
(গ) ৫৯*
(ঘ) ৬৩

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
যে সকল সংখ্যার ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো গুণনীয়ক নেই সে সকল সংখ্যাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।
৮৭ = ১ $\times$ ৩ $\times$ ২৯
৯১ = ১ $\times$ ৭ $\times$ ১৩
৫৯ = ১ $\times$ ৫৯
৬৩ = ১ $\times$ ৭ $\times$ ৯
$\therefore$ নির্ণেয় মৌলিক সংখ্যা ৫৯।

vidyabari
your success benchmark

৬৮। $\frac{৩}{৪}, \frac{৪}{৫}, \frac{৫}{৬}$ এর গ.সা.গু কত?

(ক) ৫০

(খ) $\frac{১}{৩০}$

(গ) ৩০

(ঘ) $\frac{১}{৬০}$ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ভগ্নাংশের লবগুলোর গ.সা.গু = ১

ভগ্নাংশের হরগুলোর ল.সা.গু = ৬০

আমরা জানি,

ভগ্নাংশের গ.সা.গু = $\frac{\text{লবগুলোর গ.সা.গু}}{\text{হরগুলোর ল.সা.গু}} = \frac{১}{৬০}$

৬৯। ২ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?

(ক) ৯টি

(খ) ১০টি*

(গ) ১১টি

(ঘ) ১২টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

২ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা গুলো: ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯

∴ 2 থেকে ৩০ পর্যন্ত ১০টি মৌলিক সংখ্যা আছে।

৭০। কতজন বালককে ১২৫টি কমলালেবু এবং ১৪৫টি কলা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যায়?

(ক) ১৫ জন

(খ) ২৫ জন

(গ) ২০ জন

(ঘ) ৫ জন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

নির্ণয়ে বালকের সংখ্যা হবে ১২৫ ও ১৪৫ এর গ.সা.গু

১২৫)১৪৫(১

১২৫

২০)১২৫(৬

১২০

৫)২০(৪
২০
০

∴ নির্ণেয় গ.সা.গু ৫

∴ বালকের সংখ্যা ৫।

৭১। 30 থেকে 50 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর গড় কত?

(ক) 92
(খ) 39
(গ) 39.8*
(ঘ) 38.8

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

30 থেকে 50 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো: 31, 37, 41, 43, 47

∴ মৌলিক সংখ্যাগুলোর গড় $= \frac{31+37+41+43+47}{5}$

$= \frac{199}{5}$

$= 39.8$

৭২। নিচের কোন সংখ্যাটি 3, 6 ও ৯ এর গুণিতক?

(ক) ৩
(খ) ৯
(গ) ১২
(ঘ) ১৮*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

৩ এর গুণিতক = ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ------
৬ এর গুণিতক = ৬, ১২, ১৮, ------
৯ এর গুণিতক = ৯, ১৮, ------
∴ ৩, ৬ ও ৯ এর গুণিতক = ১৮।

৭৩। নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

(ক) $\frac{\sqrt{২৭}}{৩}$ *

(খ) $\frac{\sqrt[৪]{৮১}}{৪}$

Biddabari your success benchmark

(গ) $\frac{\sqrt[৩]{১২৫}}{৫}$

(ঘ) $\frac{\sqrt[৫]{৩২}}{৮}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ক. তে, $\frac{\sqrt{২৭}}{৩} = \frac{\sqrt{৩ \times ৯}}{৩} = \frac{৩\sqrt{৩}}{৩} = \sqrt{৩}$ (অমূলদ)

খ. তে, $\frac{\sqrt[৪]{৮১}}{৪} = \frac{\sqrt[৪]{৩^৪}}{৪} = \frac{৩}{৪}$ (মূলদ)

গ. তে, $\frac{\sqrt[৩]{১২৫}}{৫} = \frac{\sqrt[৩]{৫^৩}}{৫} = \frac{৫}{৫} = ১$ (মূলদ)

ঘ. তে, $\frac{\sqrt[৫]{৩২}}{৮} = \frac{\sqrt[৫]{২^৫}}{৮} = \frac{২}{৮} = \frac{১}{৪}$ (মূলদ)

$\therefore \frac{\sqrt{২৭}}{৩}$ একটি অমূলদ সংখ্যা।

৭৪। দুইটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর 17 হলে, সংখ্যা দুটি নির্ণয় কর।

(ক) 6,7
(খ) 8,9*
(গ) 7,8
(ঘ) 7,9

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনেকরি,
দুইটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা x ও x + 1
প্রশ্নমতে,
$(x + 1)^2 - x^2 = 17$
$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 - x^2 = 17$
$\Rightarrow 2x = 17 - 1$
$\Rightarrow 2x = 16$
$\therefore x = 8$
$\therefore x + 1 = 8 + 1 = 9$
$\therefore$ ক্রমিক সংখ্যা দুইটি = 8,9

Bidyabari
your success benchmark

৭৫। তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফল 120 হলে, তাদের যোগফল কত?

(ক) 12
(খ) 18
(গ) 15*
(ঘ) 21

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মনেকরি,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ----- ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যা
এখানে,
4, 5, 6 ক্রমিক সংখ্যা তিনটির গুণফল = 120
∴ ক্রমিক সংখ্যা তিনটির যোগফল = 4 + 5 + 6
= 15

৭৬। দুটি সংখ্যার অনুপাত 5 : 7 এবং তাদের ল.সা.গু 350 হলে, সংখ্যা দুটির গ.সা.গু কত?

(ক) 30
(খ) 50
(গ) 40
(ঘ) 10*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
দুটি সংখ্যার অনুপাত 5 : 7
এবং তাদের ল.সা.গু 350
ধরি, সংখ্যা দুটি 5x ও 7x
∴ সংখ্যা দুটির গ.সা.গু = x
এবং সংখ্যা দুটির ল.সা.গু = 35x
প্রশ্নমতে,
35x = 350
$\Rightarrow x = \frac{350}{35}$
∴ x = 10
∴ সংখ্যা দুটির গ.সা.গু 10.

৭৭। ৫টি ঘন্টা একত্রে বেজে যথাক্রমে ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ সেকেন্ড অন্তর আবার বাজতে লাগলো, কতক্ষণ পর ঘন্টাগুলো আবার একত্রে বাজবে?

(ক) ১৫ মিনিট

Bidyabari
your success benchmark

(খ) ৫ মিনিট*
(গ) ২০ মিনিট
(ঘ) ১০ মিনিট

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ সংখ্যাগুলোর ল.সা.গু ই হবে নির্ণেয় সময়।

২	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫
৫	৫, ৫, ১৫, ১০, ২৫
	১, ১, ৩, ২, ৫

∴ নির্ণেয় ল.সা.গু = ২ × ৫ × ৩ × ২ × ৫ = ৩০০

∴ ঘন্টাগুলো একত্রে বাজবে = ৩০০ সেকেন্ড পর

$= \frac{৩০০}{৬০}$ মিনিট পর

= ৫ মিনিট পর

৭৮। 45 থেকে 100 পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দুটির গড় কত?

(ক) 75
(খ) 69
(গ) 72*
(ঘ) 70

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

45 থেকে 100 পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে,
বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা = 97
ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা = 47
∴ বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দুটির গড়,

$= \frac{97 + 47}{2} = \frac{144}{2} = 72$

৭৯। কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা 100 ও 184 কে ভাগ করলে প্রত্যেক বার ভাগশেষ 4 থাকবে?

(ক) 12*
(খ) 14
(গ) 24

(ঘ) 16

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বৃহত্তম সংখ্যাটি হবে 100 – 4 = 96 ও 184 – 4 = 180 এর গ.সা.গু।

96)180(1
 96
 84)96(1
 84
 12)84(7
 84
 0

∴ নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যাটি 12.

৮০। ১০ থেকে ৬০ পর্যন্ত যে সকল মৌলিক সংখ্যার একক স্থানীয় অংক ৯ তাদের সমষ্টি কত?

(ক) ৮৮
(খ) ৭৭
(গ) ১০৭*
(ঘ) ৯৭

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১০ থেকে ৬০ পর্যন্ত যে সকল সংখ্যার একক স্থানীয় অংক ৯ সেগুলো হলো: ১৯, ২৯, ৩৯, ৪৯, ৫৯ এর মাঝে মৌলিক সংখ্যাগুলো = ১৯, ২৯, ৫৯

∴ মৌলিক সংখ্যাগুলোর সমষ্টি = ১৯ + ২৯ + ৫৯
= ১০

Bidyabari
your success benchmark

Biddabari
your success benchmark